Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

1 December 2023 / 17 Jamadil Awal 1445H

ধর্মীয় বিষয়ে পথনির্দেশনা প্রদান ও গ্রহণ করা

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وَأَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَالخُلُقِ الكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ.

জুম্মায় আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী সকল ভাই ও বোনেরা,

আমি আমার নিজেকে এবং আপনাদের সকলকে আজ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সম্পর্কে সজাগ করতে চাই।

আসুন, আমরা তাঁর দেয়া সকল নির্দেশ পালন করি এবং তিনি যা নিষিদ্ধ করেছেন তা করা থেকে বিরত থাকি। আর এভাবে আমাদের সমাজ এই পৃথিবীতে এবং পরকালে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার করুণা লাভ করুক। আমীন।

সম্মানিত মুসলমান ভাই ও বোনেরা,

আমাদের নবী করিম (সঃ) তাঁর উম্মতদের নানারকম মোনাজাত এবং দোয়া শিখিয়ে গেছেন যেগুলি মহান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার পথ নির্দেশনা ও সাহায্য নিতে সাহায্য করে এবং সেগুলির সাহায্যে আমাদের জীবনে তাঁর সংগে আমাদের সম্পর্ক আরো মজবুত করে। নবীজীর শেখানো প্রতিটি দোয়া তাঁর অনুসারীদেরকে এইটা শিখায় যে, আমরা আমাদের দোয়া চাওয়ার সময় যে জিনিসগুলির জন্য প্রার্থনা করি সেগুলির গুরুত্ব কতখানি। এরকম একটি দোয়া হলঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার জন্য যে জ্ঞান উপকারী সেই জ্ঞান প্রার্থনা করি, উত্তম খোরাক ও গ্রহণযোগ্য কাজের জন্যও তোমার কাছে প্রার্থনা করি”। (ইমাম ইবনে মাযাহ ও ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

এই প্রার্থনা আমাদের দৈনিন্দিন জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তিনটি উপাদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, ১। সেই জ্ঞান যা অন্যের উপকার ও মঙ্গল সাধন করে, ২। সেই খাদ্যবস্তু যাতে আল্লহ তাআলার রহমত নিহিত আছে এবং ৩। সেই নিষ্ঠাবান কাজ যা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য। ইমাম মালিক বিন আনাস এই জ্ঞানকে তুলনা করেছেন সেই প্রজ্ঞার সাথে যেখানে এটাকে দেখানো হত তাদের ওপর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা কর্তৃক অর্পিত স্বর্গীয় এক বিশেষ পথনির্দেশস্বরূপ যাদেরকে তিনি পছন্দ করতেন। ্সুরা আল বাকারার ২৬৯ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা বলেছেন,

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿٢٦٩﴾

অর্থঃ তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

নবী এবং আল্লাহর দূত যাঁরা তাঁদের দায়িত্ব হলো তাঁদের ওপর নাজিলকৃত ওহীর বানীকে তাঁদের গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের লোকেদের নিকট পৌছে দেয়া এবং তাদেরকে সকল পাপ, ত্রুটিগুলিকে শুধরে দেয়া এবং সর্বোপরি নাজিলকৃত কিতাব এবং প্রজ্ঞার আলোকে তাঁদেরকে শিক্ষা দান করা।

আমাদের নবী করিম (সঃ)সহ সকল নবীগণ তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকেদেরকে পথ নির্দেশনা দেয়ার জন্য, তাঁদেরকে সঠিক পথে চলার কথা মনে করিয়ে দিতে এবং তাঁদেরকে নানাবিষয়ে পরামর্শ বা উপদেশ প্রদানের জন্য তাঁদের সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। নিঃসন্দেহে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা তাঁদের এই প্রচেষ্টার কথা পবিত্র কোরআন শরীফে উল্লেখ করে গেছেন, আর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার বানী সকলের নিকট পৌঁছে দিতে নবীগনের অধ্যবসার এবং ধৈর্যের কথা সেখানে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ আছে। নবীগণ এই কাজগুলি গভীর মমতার সংগে পালন করে গেছেন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার ক্ষমা ও করুণা লাভ করা। নানারকম ঝড়-ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হয়ে এবং শত অপমানকে সহ্য করে তাঁরা অবিচলিতভাবে তাঁদের জনগোষ্ঠীর নিকট আল্লাহর

সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,

যদিও আমরা এইসব নবী রসুলদের আমলে বাস করছি না কিন্তু পবিত্র কোরান ও হাদীস বাহিত প্রজ্ঞার দ্যুতি উন্নত ব্যাক্তিচরিত্রের মধ্যেও প্রস্ফুটিত হয়। এই জ্ঞানের বা প্রজ্ঞার আলো এখন এই যুগে জ্ঞানী ব্যাক্তি বা ধর্মীয় শিক্ষক যাঁদেরকে এই নবীগনের উত্তরসূরী বলে মনে করা হয় তাঁদের মাধ্যমে মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া হয়। আমাদের নবীগণ তাঁদের এই উত্তরসূরীর জন্য তেমন কোন বৈষয়িক সম্পদ রেখে যান নি কিন্তু তাঁরা রেখে গেছেন আরো মূল্যবান সম্পদ যার নাম জ্ঞান বা প্রজ্ঞা।

সেইসব ব্যাক্তি যাঁরা প্রজ্ঞাবান তাঁদেরকে এইসব শিক্ষা ও ধর্মীয় উপদেশাবলী মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার কাজ করাটি একটি দায়িত্ব। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য তাঁদেরকে এই কাজটি করতে হবে নীতি ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে। এই নীতিগুলি হল; সহমর্মিতা(রাহমা), প্রজ্ঞা (হিকমা)এবং সুবচন। (মাউইজা হাসানা)

মুসলমান হিসাবে এই উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি আমাদের জন্য গর্বের কারণ আমরা হলাম ইকরা বা "পাঠ" করা সম্প্রদায় যাদের ওপর প্রথম যে বানী নাজিল হয়েছে তার অর্থ হল পড়। এবং আমরা হলাম সেই নবীর উম্মত যিনি পৃথিবীর সবার জন্য আল্লাহর রহমত বহণ করে এনেছেন- রাহমাতাল্লিল আলামীন। আমরা সেইসব জ্ঞানী ব্যাক্তিদের নিকট কৃতজ্ঞ যাঁরা আমাদের নবীর কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছেন এবং মানুষের নিকট নিষ্ঠা ও প্রজ্ঞার সাথে সেই উপদেশাবলী প্রদান করে চলেছেন। একইভাবে, প্রতিটি আয়াত রচনার জন্য মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা যে প্রজ্ঞাময় বানী আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন সে সম্পর্কে সুরা আল আংকাবুতের ৪৩ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَٰلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلَّا ٱلْعَٰلِمُونَ ﴿٤٣﴾

অর্থঃ ***"লোকেদের জন্য এই উপমাগুলি আমরা দিয়ে থাকি। বিজ্ঞজন ছাড়া অন্য কেউ এগুলো বুঝতে পারে না"।***

এইসমস্ত উপমাগুলি বোঝার পরে যে ঘটনাগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলি ঘটার কারণগুলি বোঝা যায়। আর এই সবগুলিই ঘটেছিল সর্বশক্তিময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলার নির্দেশে। তিনি কোনকিছুই বৃথা সৃষ্টি করেন না। প্রত্যেকটা সৃষ্টির পেছনেই একটি গভীর প্রজ্ঞা বিদ্যমান থাকে যা খুব অল্প কিছু লোক বুঝতে পারেন।

<u>সম্মানিত মুসুল্লীবৃন্দ,</u>

বস্তুতঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদিগকে যা দিয়েছেন তার জন্য চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। আজকের পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটছে যার জন্য ধর্মীয় দিকনির্দেশনার প্রয়োজন, বিশেষ করে, বিভ্রান্তি,

ভুল, এমনকি ভুল ব্যাখ্যার সম্মুখীন হলে। সীমাহীন তথ্য প্রযুক্তির যুগে এই ধরণের পরিস্থিতি ক্রমশঃই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিনত হচ্ছে।

কাজেই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে আমাদের যোগাযোগ দৃঢ় করা, ভুলের জন্য অনুতাপ করা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া, এবং তাঁর ইবাদত করার ব্যাপারে একে অপরকে উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নয় কি? ধর্মীয় শিক্ষাকে ভুলভাবে বুঝা বা তার ভুল ব্যাখ্যা দেওয়ার বিরুদ্ধে সবাইকে সতর্ক করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নয় কি? যে কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হলে ধৈর্যধারণ করতে উৎসাহিত করা কি সর্বপ্রধান কর্তব্য নয়? বস্তুতঃ এর সবই আল্লাহ সুবহানা তা'আলা এবং তার প্রেরিত দূতের উপদেশের অংশ যা কোর'আন এবং সুন্নাহর মাধ্যমে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে।

কাজেই, উপদেশ দেয়া বা স্মরণ করিয়ে দেয়ার অর্থ হল করুণা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা। এর লক্ষ্য আমাদের ত্রুটিগুলিকে শুধরানো, ধর্ম সম্পর্কে আমাদের বোধের উন্নয়ন করা, এবং আমাদের ধর্মভাব দৃঢ় করা। কাজেই, উপদেশ দেয়ার অর্থ হল শিক্ষা দেয়া, তিরস্কার করা নয়। এটার অর্থ আলিঙ্গন করা, আঘাত করা নয়। সঠিক পরামর্শ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে সুরক্ষিত করে, তা অন্তরে বদ্ধমূল ও চিরস্থায়ী হয়। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

অর্থঃ "*এবং তাদেরকে মনে করাতে থাকুন। কেননা, মনে করিয়ে দিলে তা মুমিনদের উপকারে আসবে।*"।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা,

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যে আয়াতটি এখানে আমাদেরকে স্মরণ করতে বলছেন যা আমরা যে কোন জমায়েতের শেষে পাঠ করে থাকি তা হল সুরা আসরের আয়াতগুলি। যার

অর্থ হল, *কসম যুগের সময়ের। নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের”*

সেই গোষ্ঠী সার্থক বা সফল যারা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলায় বিশ্বাস স্থাপন করে, ভাল কাজ করে এবং নিরন্তর ভাল উপদেশ দিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা আমাদের সমাজকে একটি সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ সমাজে পরিণত করুন এবং আমরা যেন সত্যবাদিতা ও ধৈর্যের সাথে একে অপরকে উপদেশ দেয়ার দায়িত্বটি সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারি সে ব্যাপারে সাহায্য করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضلِهِ يُعطِكُم، وَلَذِكرُ اللهِ أَكبَرُ، وَاللهُ يَعلَمُ مَا تَصنَعُونَ.